কালের কণ্ঠ

তারিখ ... ২৩ AUG ২০১৩...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি

# মামলা হলেও শাস্তি হয় না জড়িতদের

**ভ্রাম্যমাণ আদালত চালু ও প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন আনার চিন্তা করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক আজ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিতে সহায়তার অভিযোগে গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে অভিযান চালিয়ে সাব্বির আহমেদ নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছিল। বহিরাগত এই যুবক ছাত্রলীগের কর্মী পরিচয়ে দীর্ঘদিন ধরে হলে থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের উপস্থিতিতেই শাহবাগ থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে। আটকের পর তাঁর বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনে মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু দিন সাতেক পরেই জামিনে ছাড়া পেয়ে যান সাব্বির। এখনো তিনি ওই হলেই থাকছেন।

সাব্বির ছাড়াও গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে জালিয়াতচক্র, সহায়তাকারী, ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থীসহ ৬২ জনকে আটক করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন থানায় তাদের বিরুদ্ধে ২৫টির বেশি মামলা হয়। তবে বছর গড়ালেও এসব মামলার বিচার হয়নি। শাস্তিও হয়নি অভিযুক্ত কারো। আটক ব্যক্তিদের সবাই জামিনে ছাড়া পেয়েছে। ২০১৩ সালে ভর্তিতে জালিয়াতির ঘটনায় রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ২২টি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

## মামলা হলেও শাস্তি হয় না

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মামলা হয়েছিল। সেগুলোর বিচারও আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি।

এর মধ্যেই আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। মামলা করেও জালিয়াতিতে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারায় এবার জালিয়াতি ঠেকাতে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভ্রাম্যমাণ আদালত চালু করে তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হতে পারে। পরীক্ষা পদ্ধতিতেও আসতে পারে পরিবর্তন। আজ রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মামলার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গা ছাড়া ভাব এবং মামলার তদন্ত কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে জালিয়াতিতে জড়িতদের বিচার ঝুলে থাকে। মামলার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয় না। মামলা পরিচালনার জন্য কোনো অর্থও বরাদ্দ থাকে না। মামলা চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বাদী ও সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হন না। এতে জালিয়াতরা সহজেই জামিন পেয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা মামলার চার্জশিটও দেন না। আবার বাদীপক্ষকে না জানিয়েই মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়ারও নজির রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, বিচার ঝুলে থাকা এবং জড়িতদের শাস্তি না হওয়ার জন্য মূলত দায়ী হচ্ছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা। তাঁরা যথাসময়ে চার্জশিট দেন না। বিবাদীপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে দেন। বিচারের জন্য আসামিদের আদালতে নেওয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানানো হয় না। ফলে বাদীপক্ষ ও সাক্ষীরা আদালতে অনুপস্থিত থাকেন। এই ফাঁকে জালিয়াতিতে জড়িতরা ছাড়া পেয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জালিয়াতির মামলায় বাদী হন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা। নিজ বিভাগে অভ্যন্তরীণ ঝামেলার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কামরুল হাসানকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। তবু বাদী হিসেবে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলে সম্প্রতি কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'জালিয়াতি মামলায় জড়িত একজনেরও চূড়ান্ত বিচার হয়েছে বলে জানি না। মামলার পর আর কোনো অগ্রগতি জানা নেই। নিয়মানুযায়ী প্রশাসন মামলা করে। এখন পর্যন্ত কোনো মামলার বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তারা যোগাযোগ করেননি। তাঁরা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন বা চার্জশিট দেন না। আর চার্জশিট না দেওয়ায় বিচারপ্রক্রিয়াও শুরু হয় না।'

বর্তমান প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা আক্কাস আলী বলেন, 'জালিয়াতির মামলাগুলোর বিষয়ে কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। মামলার বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তারা ভালো বলতে পারবেন। মামলার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সাক্ষী বা কোনো প্রয়োজন হলে আমাদের জানানোর কথা। কিন্তু ছয় মাস আগে দায়িত্ব নিলেও এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাইনি।'

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন ১৯৮০-এর ৮ ও ৯ নম্বর ধারায় মামলা করা হয়। এ আইনে পরীক্ষার হলে নকল করা, কোনো প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়া বা প্রশ্নের উত্তর কোনো যন্ত্রের সাহায্যে সরবরাহ করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর, সর্বনিম্ন দুই বছরের কারাদণ্ড হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, 'জালিয়াতির ঘটনার পরই নিয়ম অনুযায়ী আমরা মামলা করে থাকি। বিচার হয়তো চলছে। কোনো বিচার হয়েছে কি না এখনো জানি না। অনেকে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। কোনো শাস্তিই হচ্ছে না। মামলা করা হলে এটি দীর্ঘদিন চলতে থাকে। কাজেই মামলায় কার্যত কোনো ফল আসে না। এ জন্য সামনে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে জড়িতদের তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হতে পারে। জালিয়াতি বন্ধে প্রশ্নপত্রেও কিছু পরিবর্তন আসতে পারে।'

তদন্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে রমনা জোনের সহকারী কমিশনার শিবলী নোমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় যেসব মামলা করে সেগুলোর ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তারা নিয়ম অনুযায়ী আদালতে প্রতিবেদন দেন। জালিয়াতি মামলার কোনো প্রতিবেদন আটকে আছে বলে আমার জানা নেই। বিচার না হয়ে থাকলে সে বিষয়ে আদালত বলতে পারবে, আমরা জানি না।'